34

দৈনিক ইনকিলাব

3 1 MAR 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৩

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুপারিশসমূহ

১. অধ্যায় ১ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

এই অধ্যায়ে [১.১] বলা হয়েছে, 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।' এতে [১.৫] আরো বলা হয়েছে, সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থের কথা।

যেহেতু, সমাজতন্ত্র এখনও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত, সেহেতু, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের কর্মী সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর। অতএব শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে সমাজতন্ত্রের দর্শনকে পুরোপুরি পরিহার করতে হবে এবং তদানুযায়ী সমগ্র রিপোর্টটিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ১.২. [খ], ১.২. [ঘ] সম্পূর্ণরূপে এবং অনুচ্ছেদ ১.৫ এর প্রথম দুই বাক্য বাদ দিতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সংযুক্ত করতে হবে ঃ

-মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক— উভয় প্রকারের চাহিদা পূরণ।

-ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হতে পারে না— এই বোধ সৃষ্টি।

-ইসলামের সঙ্গে আধুনিকতা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির যে কোন বিরোধ নেই, এই চেতনা সৃষ্টি।

-অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা সৃষ্টি।

-ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি।

-সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাস্তর নির্ধারণ।

-সমকালীন বিজ্ঞান প্রযুক্তি উন্নয়নশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থকরণ।

২. অধ্যায় ২ ঃ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন

উপরোক্ত লক্ষ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে এই অধ্যায়টিকে ঢেলে সাজাতে হবে। ঈমানী ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

২.১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ব্যাপারটি দেশের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায়, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্থলে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' কথাটি প্রতিস্থাপিত করতে হবে।

৩. অধ্যায় ৩ ঃ কর্ম অভিজ্ঞতা

এই অধ্যায়টিকেও প্রস্তাবিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে।

৪. অধ্যায় ৬ ঃ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা

সমগ্র দেশে পর্যায়ক্রমে শিশু ভবন বা নার্সারী স্থাপনের অঙ্গীকার থাকতে হবে।

বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহে শিশু শ্রেণী চালুর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫. অধ্যায় ৭ ঃ প্রাথমিক শিক্ষা

এই পর্যায়ে মুসলিমদের জন্য ইসলামের এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য তাদের স্ব-স্ব ধর্মের মৌলিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ড্রপ আউট রোধ ও ড্রপ আউটদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. অধ্যায় ৮ ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা

-সকল পর্যায়ে ধর্ম বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে থাকবে।

-এই পর্যায়ের ইতিহাস, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইসলামী বিষয়সমূহ সংযুক্ত করতে হবে।

৭. অধ্যায় ৯ ঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা

বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিতদের নৈতিক চরিত্র গঠনকল্পে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির ওপর জোর দিতে হবে।

৮. অধ্যায় ১০ ঃ ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা

ডিপ্লোমা স্তরের সকল ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্র গঠনকল্পে ১০০ নম্বরের 'ধর্ম বিষয় রাখার যৌক্তিকতা বিবেচনা করতে হবে।

৯. অধ্যায় ১১ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা

এই অধ্যায়টিকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষাকে একই পর্যায় ও অধ্যায়ভুক্ত করা যাবে না। মাদ্রাসার সংখ্যা এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব শিক্ষানীতিতে যথাযথভাবে বিধৃত হতে হবে।

এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে। এই সমস্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা থেকে যারা প্রাথমিক স্তর পাস করে বেরুবে তারা সাধারণ লাইনে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে চাইলে তাদের ভর্তির অবাধ সুযোগ দিতে হবে।

(চলবে)